Pratidhwani the Echo
A Peer-Reviewed International Journal of Humanities & Social Science
ISSN: 2278-5264 (Online) 2321-9319 (Print)
***Impact Factor: 6.28** (Index Copernicus International)*
UGC Approved Journal Serial No. 47694/48666
Volume-VI, Issue-IV, April 2018, Page No. 84-97
Published by Dept. of Bengali, Karimganj College, Karimganj, Assam, India
Website: http://www.thecho.in

সাম্প্রতিক ভারতের আঙিনায় 'নয়া ভারতের' পর্যালোচনা – একটি বিশ্লেষণাত্মক প্রতিবেদন

ত্রিদিব শঙ্কর ধাড়া
রাষ্ট্রবিজ্ঞানের শিক্ষক, বহিত্রকুণ্ডা হাইস্কুল (উচ্চমাধ্যমিক), পূর্ব মেদিনীপুর, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Abstract

The concept of 'New India' and its realization is one of the key agenda in Indian politics in recent times. A new countenance of future India has been designed and presented before the people in the packaging of 'New India @ 2022'. The idea of 'New India' has been made on basis of thought and philosophy of Prime Minister Narendra Modi in cooperation with 'NITI Aayog' known as 'Think Tank of India' which was made by P. M. Modi. He has planned to fight against some ancient diseases such as Poverty, Dirt & Squalor, Corruption, Terrorism, Caste system, Communalism etc. which are obstacle to progress and prosperity of India. 'New India' will be free from these diseases. He has heartily appealed to every citizen of India to participate in this activity and fulfill the dream of 'New India' within 2022 when Nation will celebrate 75 years of glorious Independence with pomp. Modi government has launched different types of projects and steps (such as Double Farmers Income by 2022, Pradhan Mantri Krishi Sinchai Yojana, Housing for All , Deendayal Upadhyaya Gram Jyoti Yojana, Beti Bachao Beti Padhao, Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana, Swachh Bharat Abhiyan, Namami Gange, Digital India, Demonetization, Direct Benefit Transfer, E-Governance, Goods & Services Tax, Surgical Strike, Modernization of Police Forces, National SC/ST Hub, Nai Manzil, Nai Roshni, Stand-Up India, Begum Hazrat Mahal Scholarship, Seekho aur Kamao, Padho Pardes etc.) to build up 'New India'. The present government has taken a lot of affirmative initiatives to change present India to 'New India'. Again we note the seamy side of politics where some extremist groups want to undermine the spirit of pluralism and Secularism and keep fluttering the saffron flag. The two programmes are antithetical to each other. So a question poses – Will this dream of ' New India' be lost in the cause of conflict between development and polarization politics? Another question is – Is the dream of 'New India' not a hidden plan of voting advertisement? We have tried to analyse all the aspects of 'New India' standing on hard realistic soil.

Key words :- New India, Poverty, Corruption, Terrorism, Caste system, Communalism.

ভূমিকা :

"বল, বল, বল সবে, শত বীণা-বেণু-রবে,
ভারত আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন লবে।"
-অতুলপ্রসাদ সেন[১]

প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক স্বপ্ন দেখে যে, তাঁদের মাতৃভূমি আবার জগত-সভায় শ্রেষ্ঠ আসন পাবে। মানুষ মাত্রেই স্বপ্ন বিলাসী। মানুষ স্বপ্নের আনন্দ কাননে বিচরণ করতে ভালবাসে। মানুষ যদি কঠোর বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়িয়ে সুখস্বপ্নের স্বর্গরাজ্যের চিত্রপট অঙ্কন করে, তাহলে সেই স্বপ্নকে স্পর্শ করা ও রূপায়িত করা সম্ভব। পরিবর্তে মানুষ যদি অলীক স্বপ্নের ফানুস উড়িয়ে রোমান্টিক স্বপ্নরাজ্যে বিচরণ করে, স্বর্গীয় সুখানুভূতি লাভ করতে চায়, তাহলে সেই স্বপ্নের বাস্তবায়ন কার্যত অসম্ভব। অপরদিকে রাজনীতিবিদ 'স্বপ্নের ফেরিওয়ালা' হয়ে স্বপ্ন বিক্রির মাধ্যমে নিজেদের ভোট ব্যাংককে সংঘবদ্ধ করে, ক্ষমতার মসনদে আসীন হওয়ার পথকে মসৃণ করে। ক্ষমতায় উপনীত হয়ে কিছু স্বপ্নের বাস্তবায়ন ও ঘটায়, যাতে রাজনীতিবিদদের প্রতি মানুষের আস্থা, বিশ্বাস ও ভরসা অটুট থাকে এবং পরবর্তী নির্বাচনে ক্ষমতায় ফিরে আসা সম্ভব হয়। এভাবেই বহুত্ববাদী বৈচিত্র্যময় ভারতের ভোট-রাজনীতি নিয়ত প্রবাহিত হয়ে চলেছে।

স্বাধীন ভারত নয়া উদ্যোগে অগ্রগতি, বিকাশ ও প্রগতির ঐতিহাসিক যাত্রা শুরু করেছিল, ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট থেকে। সুদীর্ঘ বর্ণময়, বৈচিত্র্যপূর্ণ যাত্রাপথে একাধিক চড়াই, উতরাই অতিক্রম করে, ভারত তাঁর সাম্প্রতিকতম অবস্থায় উন্নীত হয়েছে ও আগামীর আলোকপ্রাপ্ত ভবিষ্যতে উন্নীত হওয়ার লক্ষ্যে তাঁর যাত্রা অব্যাহত রয়েছে। এসব কিছু আলোচনার প্রেক্ষাপটে সাম্প্রতিক সময়ে বহু চর্চিত 'নয়া ভারতের' আলোচনা ক্রমশ প্রাসঙ্গিকতা লাভ করছে। সম্প্রতি কিছু প্রশ্ন ভারতীয় রাজনীতির অন্দরমহলে উত্থিত হয়েছে। যেমন -

১) আধুনিক একবিংশ শতাব্দীর ভারতকে জগত-সভায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা অর্জন করতে,আর কত পথ অতিক্রম করতে হবে ?

২) কেমন হবে 'শ্রেষ্ঠ ভারতের' অভ্যন্তরীণ কাঠামো ও বাহ্যিক অবয়ব ?

৩) বর্তমান সময়ে দাঁড়িয়ে 'নয়া ভারতের' বাস্তব রুপায়ন কতখানি সম্ভব নাকি 'নয়া ভারতের' স্বপ্ন একটি রাজনৈতিক বিজ্ঞাপন ?

৪) ভারতীয় গণতন্ত্রের সনাতনী ঐতিহ্যবাহী পরম্পরা, পরমত-সহিষ্ণুতা ও বহুত্ববাদী চরিত্র কে অবিকৃত রেখে 'নয়া ভারতের' রুপায়ন সম্ভব তো ?

বর্তমান নিবন্ধে নির্মম বাস্তবতার আলোকে এই বিতর্কগুলি বিশ্লেষণ করবার প্রয়াস চালানো হয়েছে।

নয়া ভারত কী ? (What is New India?) :- জাতির জনক মহাত্মা গান্ধী একসময় 'গ্রাম-স্বরাজ' প্রতিষ্ঠার কথা বলেছিলেন। বর্তমান ভারতীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ভারতীয় রাজনীতির অঙ্গনে 'নয়া ভারতের' চিন্তাধারা কে আলোচনা ও চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছেন। তিনি তাঁর চিন্তন ও দর্শনের আলোকে আগামী ভারতের এক অভিনব চিত্রায়ন করেছেন। তাঁর এই চিন্তাভাবনা সম্মিলিত ও সুসংবদ্ধভাবে 'নয়া ভারতের' মোড়কে প্রচারিত হয়ে চলেছে। তিনি তাঁর বিভিন্ন বক্তৃতায় আম-জনতার নিকট 'নয়া ভারতের' বর্ণময় পরিকল্পনার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটিয়েছেন, এবং সকল ভারতীয় নাগরিকবৃন্দের নিকট 'নয়া ভারতের' স্বপ্নকে বাস্তব রুপদানের কর্মযজ্ঞে সামিল হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি তাঁর স্বপ্নের 'নয়া ভারতের' চিন্তাভাবনা কে বাস্তবায়নের মাধ্যমে এমন এক ভারত নির্মাণের কথা বলেছেন, যে ভারত হবে দারিদ্র মুক্ত, দুর্নীতি মুক্ত, আবর্জনা মুক্ত, সন্ত্রাস মুক্ত, জাতপাত মুক্ত ও সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত উজ্জ্বল সমৃদ্ধশালী বিকাশ ভারত। যে ভারতের প্রতিটি নাগরিকের মাথার ওপর আচ্ছাদন থাকবে (Pradhan Mantri Gramin Awaas Yojana)। দেশ হবে নির্মল ও স্বচ্ছ, নারী সমাজ হবে শিক্ষিত জাগ্রত ও স্বাবলম্বী (Beti Bachao, Beti Padhao Yojana), (Sukanya Samridhi Yojana)। যেখানে প্রতিটি বাড়িতে বিদ্যুৎ এর সুবন্দোবস্ত থাকবে এবং অর্থনীতি হবে নগদ-হীন। 'বৈদ্যুতিক প্রশাসনের' হাত ধরে প্রশাসন হবে স্বচ্ছ ও গতিশীল। যেখানে প্রতিটি ভারতীয় নাগরিক ইন্টারনেট ব্যবস্থা ও তাঁর ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করবে, যাতে করে প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার মানুষ ও 'বৈদ্যুতিক প্রশাসনের' মাধ্যমে যাবতীয় পরিষেবা পেতে পারে (Digital India)। এমনকি যেখানে গৃহের রমণীরাও জ্বালানী নির্ভর উনুনের পরিবর্তে, আধুনিক গ্যাস নির্ভর রন্ধনশিল্পে পটু হয়ে উঠবে (Pradhan Mantri Ujjwala yojana) যেখানে পিছিয়ে থাকা তফসিলি অধ্যুষিত গ্রামীণ এলাকার শ্রীবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে, তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি মহিলাদের ক্ষমতায়নের মাধ্যমে তাঁরা স্বাবলম্বী হয়ে উঠবে (Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana)। শুধুমাত্র অভ্যন্তরীণ বিকাশ নয়, বাহ্যিক জগতে আন্তর্জাতিক স্তরে, ভারত এক বলিষ্ঠ রাষ্ট্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করবে। এভাবেই তিনি তাঁর স্বপ্নের 'নয়া ভারতের' শৈল্পিক চিত্রপটের অবয়ব অঙ্কন করেছেন।

'নয়া ভারতের' স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্য, মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নিজস্ব ভাবনায় তৈরি ভারত রাষ্ট্রের অন্যতম চিন্তাকেন্দ্র 'নীতি আয়োগ' 'New India @ 2022' এর ওপর একটি ডকুমেন্ট তৈরি করেছিল। নীতি আয়োগের ভাইস চেয়ারম্যান শ্রী রাজীব কুমার ১২ই অক্টোবর ২০১৭ দিল্লীতে অনুষ্ঠিত রাজ্যপালদের কনফারেন্সে এই ডকুমেন্টটি আনুষ্ঠানিক ভাবে উপস্থাপিত করেছিল।[২] এই ডকুমেন্টে 'নয়া ভারতের' লক্ষ্য, রুপরেখা ও তাঁর বাস্তবায়নে সরকারের ভূমিকা সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য রয়েছে। 'নয়া ভারতের' স্বপ্নকে বাস্তবে রুপদান করবার জন্য ২০২২ সালকে লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে স্থির করা হয়েছে। ওই বছরে ভারতবর্ষ তাঁর গর্বের স্বাধীনতার সুদীর্ঘ উজ্জ্বল সোনালী দিনগুলি অতিক্রম করে ৭৫ বছরে পদার্পণ করবে। ইতিমধ্যে 'নয়া ভারতের' স্বপ্ন বাস্তবায়িত করবার জন্য 'Sankalp Se Siddhi' বলে একটি যোজনা ২১ আগস্ট ২০১৭ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে সূচনা ঘটেছে। প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে, ২০১৭ সালে ভারতবর্ষ তাঁর ঐতিহাসিক 'ভারত ছাড়ো আন্দোলনের' ৭৫তম পূর্তি অত্যন্ত শ্রদ্ধা, উৎসাহ ও উদ্দীপনার সহিত আড়ম্বরে পালন করেছিল। এ প্রসঙ্গে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **নরেন্দ্র মোদির** একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে পারি –

"Quit India was a landmark movement in our history. Inspired by Mahatma Gandhi's clarion call of 'Do or Die' people across India actively pledged to devote themselves for India's freedom. Today, on the 75th anniversary of the Quit India Movement, we salute all those who took part in it. Let us pledge to work shoulder to shoulder and dedicate ourselves towards creating a 'New India' that would make our freedom fighters proud".[৩]

দুর্নীতি ও নয়া ভারত :- আমাদের গর্বের ও গৌরবের ভারতীয় বহুত্ববাদী গণতন্ত্র এক অশুভ মারণ ব্যাধিতে আক্রান্ত। যে ব্যাধি ভারতের পোশাকি 'গণতন্ত্রের' আবরণ উন্মোচিত করে, অন্তঃসার শূন্য গণতন্ত্রের ক্ষয়িষ্ণু রোগগ্রস্ত শীর্ণ অবয়ব কে, ক্রমশ প্রকট করে তুলছে। ভারতীয় গণতন্ত্রের এই জরাজীর্ণ অবস্থা প্রত্যক্ষ করে, বিশ্বের কিছু মানুষ ভ্রু-কুঞ্চিত নয়নে বিদ্রূপের অট্টহাসি হাসছে এবং বলছে, এই কী বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের প্রকৃত রুপ লাবণ্য! যে ব্যাধির কারণে সৌন্দর্যমণ্ডিত বৈচিত্র্যময়

ভারতের কুৎসিত ও কদাকার রুপ পরিস্ফুট হয়েছে, সেই ব্যাধি জনমানসে 'দুর্নীতি' নামে বহুল পরিচিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, 'দুর্নীতি' 'Corruption' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন, রাষ্ট্রচিন্তার আদিগুরু অ্যারিস্টটল।[৪] বর্তমানে 'দুর্নীতি' নামক ব্যাধি ভারতের সর্বত্র অবাধে বিচরণ করছে। সামান্য কনস্টেবল থেকে শুরু করে প্রশাসনের সর্বময় আধিকারিক আমলা থেকে মন্ত্রী পর্যন্ত অর্থের মোহে মোহগ্রস্ত। অস্ট্রিয়ার বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিক **Karl Kraus** অভিমত প্রকাশ করেছিলেন –

"Corruption is worse than prostitution. The latter must endanger morals of an individual, the former invariably endangers the morals of the entire country"[৫]

একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক ভারতে জাতির অগ্রগতি ও প্রগতির পথে যে সমস্ত বিষয় প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে তাদের মধ্যে অন্যতম হল 'দুর্নীতি'। এটি শুধুমাত্র ভারতীয় অর্থনীতিকে আক্রান্ত করেছে তাই নয়, সেইসঙ্গে দেশের সমাজ, সংস্কৃতি, রাজনীতি, আদর্শ ও মূল্যবোধ আজ আক্রান্ত ও কলুষিত। রাজনীতিবিদ, আমলা, বণিক মহল ও কর্পোরেট জগতের সহিত একপ্রকার অশুভ, ঘৃণ্য ও নগ্ন স্বার্থকেন্দ্রিক আঁতাত তৈরি হয়েছে। ভারতীয় রাজনীতিতে 'দুর্নীতির' শিকড় বহু গভীরে প্রোথিত। তাই ভোট-রাজনীতির বিচিত্র রঙ্গমঞ্চে উন্নয়ন, বিকাশ, জনকল্যাণ এগুলোকে পশ্চাদে ফেলে 'দুর্নীতি' প্রধান প্রচারের ইস্যু হিসাবে আত্মপ্রকাশ করেছে । তাই অতীত থেকে বর্তমান পর্যন্ত ভারতীয় রাজনীতিতে 'দুর্নীতি' নামক ইস্যুটি আজও সজীব ও প্রাণবন্ত রয়েছে। এ প্রসঙ্গে তিনজন ভারতীয় প্রধানমন্ত্রীর অভিমত উল্লেখ করা হল –

প্রয়াত ভারতবর্ষের প্রথম মহিলা প্রধানমন্ত্রী **শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর** মতে –

"Corruption was a global phenomenon. So it is not possible to eradicate corruption"[৬]

প্রয়াত ভারতবর্ষের তরুণ প্রধানমন্ত্রী **শ্রী রাজীব গান্ধীর** মতে –

"He said if one rupee begin to spent on such plans only 15 paisa reached the beneficiary with 40 paisa being spent on overheads and 45 paisa lost due to corruption."[৭]

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী **শ্রী নরেন্দ্র মোদির** মতে –

"Na Khaunga, Na Khane Dunga" (neither will I indulge in corruption, nor allow anyone else to indulge in it)[৮]

ভারতীয় আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার অন্দরে 'দুর্নীতির' প্রভাব যেমন রয়েছে, ঠিক তেমনি তা মোকাবিলায় একাধিক পদক্ষেপ (Indian Penal Code - 1860, The Prevention of Corruption Act in way back in 1988, The Prohibition of Money Laundering Act in 2002, The Benami Transaction (Prohibition) Act 1988, and The Right to Information Act in 2005. C.A.G, C.B.I, C.V.C) ও গৃহীত হয়েছে। এই প্রতিষেধক গুলি দুর্নীতিকে সাময়িক নিয়ন্ত্রণ করতে সক্ষম হলেও একে সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভবপর হয়নি।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির নেতৃত্বাধীন সরকার কার্যত 'দুর্নীতির' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন। কারণ তিনি যে, 'নয়া ভারত' নির্মাণের কথা বলেছেন, তা হবে 'দুর্নীতিমুক্ত ভারত'। তিনি একথা উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন যে, 'নয়া ভারত' নির্মাণের পথে অন্যতম অন্তরায় হল 'দুর্নীতি' রুপ কাল-দৈত্য। যে দৈত্য ভারতবর্ষে সমান্তরাল কালো অর্থনীতি বিকাশে সহায়ক ভূমিকা পালন করে চলেছে। বর্তমান সরকার এই কাল-দৈত্য কে নিধন করে ভারতের মন্থর অর্থনৈতিক গতিকে দ্রুতগামী করার লক্ষ্যে একগুচ্ছ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। যেমন – বিমুদ্রাকরণ, কালো টাকার বিরুদ্ধে অভিযান, পণ্য পরিষেবা বিল, ,জনধন যোজনা, বৈদ্যুতিন প্রশাসন, আধার ও D.B.T প্রভৃতি।

দুর্নীতিমুক্ত 'নয়া ভারত' নির্মাণের সংকল্প নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। আজ দুর্নীতির পঙ্কিল আবর্তে দেশ ডুবে রয়েছে। Transparency International কর্তৃক প্রকাশিত Corruption Perceptions Index -২০১৭ অনুযায়ী বিশ্বের ১৮০ টি রাষ্ট্রের মধ্যে ভারতের অবস্থান ৮১ তম স্থানে রয়েছে।[৯] বৃহত্তম গণতন্ত্রের বৃহত্তম নির্বাচন কে কেন্দ্র করে যেভাবে বিপুল পরিমাণ অর্থের লেনদেন চলতে থাকে, তাঁর ফলে গণতন্ত্র ক্রমশ ক্ষয়িষ্ণু ও প্রাণহীন হয়ে পড়ছে। নির্বাচন হল গণতন্ত্রের সর্ববৃহৎ মহোৎসব। এই নির্বাচন কার্যত আর্থিক আস্ফালনের নির্বাচনে পরিণত হতে চলেছে। এর ফলে রাজনীতিবিদদের সহিত কর্পোরেট দুনিয়ার অশুভ আঁতাত তৈরি হয়েছে। এই আঁতাতের অন্তরালে সুপ্তভাবে লুক্কায়িত রয়েছে, বাণিজ্যিক ও

রাজনৈতিক লাভ লোকসানের পাটিগণিতের হিসেব। যেখান থেকেই দুর্নীতি প্রসারলাভ করছে। ক্ষমতা লোভী, স্বার্থান্বেষী, ধূর্ত ও চতুর রাজনীতিবিদদের নিয়ন্ত্রণহীন ক্ষমতাকেন্দ্রিক ক্ষুধার নিকট নীতি, নৈতিকতা, আদর্শ ও মূল্যবোধ আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য। ফলশ্রুতিতে ক্ষমতার মায়াবী মোহে তাঁরা দুর্নীতিকে সানন্দে বরণ করে নেয়। এ প্রসঙ্গে আমরা একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে পারি –

"Power is the spoiler of men and it is more so in a country like India, where the hungry stomachs produce power hungry politicians."
- J.P. Naik[১০]

সাম্প্রতিককালে বিশ্বায়ন, বেসরকারিকরণ, নগরায়ন ও আধুনিকীকরণের মুক্ত অনুকূল পরিবেশে দুর্নীতির প্রভাব এক বিশ্বজনীন চরিত্র লাভ করেছে। সেইসঙ্গে ভোগবাদী, বৈষম্যমূলক, পণ্য ভিত্তিক সমাজে হবস ও ম্যাকিয়াভেলি প্রদত্ত মানব চরিত্রের বৈশিষ্ট্যগুলি যেমন, স্বার্থকেন্দ্রিকতা, আত্মকেন্দ্রিকতা সহ মানুষের পশুসুলভ মানসিকতা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হচ্ছে। সেই বাস্তবতার মাটিতে দাঁড়িয়ে, দুর্নীতিমুক্ত ভারত নির্মাণের স্বপ্ন মানুষকে সুখানুভূতির প্রশান্তি এনে দিতে পারে, কিংবা নির্বাচনী মহারণে জয়লাভের জন্য অতি উত্তম বিশ্বস্ত অস্ত্র হিসাবে কাজ করতে পারে, কিন্তু এই স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করে ভারতবর্ষের মাটি থেকে 'দুর্নীতির' বিষময় বীজকে সমূলে উৎপাটিত করা অত্যন্ত দুরুহ কাজ।

জাতি ব্যবস্থা ও নয়া ভারত: 'জাতি ব্যবস্থা' অগ্রগামী ভারত কে পশ্চাদ দিকে ধাবিত করে। এই ব্যবস্থা অনুযায়ী জাতিগত পরিচিতি নির্ধারিত হয় জন্মসূত্রে। এখানে দক্ষতা, যোগ্যতা ও মেধার পরিবর্তে জাতিগত পরিচিতির দ্বারা সামাজিক পদমর্যাদা ও সম্মান স্থিরিকৃত হয়। বর্তমান একবিংশ শতাব্দীর মুক্ত দুনিয়ায়, সাম্য, স্বাধীনতা, সৌ-ভ্রাতৃত্ব, গণতন্ত্র, মানবিকতা, ন্যায়, আইনের-অনুশাসন এই আদর্শগুলি তামাম বিশ্বে প্রশংসিত ও সমাদৃত হয়ে আসছে। সনাতনী ভারতের ঐতিহ্যগত জাতি ব্যবস্থা এই আদর্শের পরিপন্থী। সবচেয়ে আক্ষেপের বিষয় হল এই যে, জাতপাত ব্যবস্থার মত ক্ষয়িষ্ণু, সেকেলে, অচল, অমানবিক, অযৌক্তিক ও বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা আধুনিক গণতান্ত্রিক ভারতে বিরল নয়। এর অস্তিত্ব আজও বিদ্যমান। ভারতীয় সমাজ-ব্যবস্থায় জাতি ব্যবস্থার শিকড় অনেক গভীরে প্রোথিত। আধুনিক গণতান্ত্রিক প্রগতিশীল 'নয়া ভারত' নির্মাণ প্রক্রিয়াকে সু-সম্পন্ন করতে চাইলে 'জাতি ব্যবস্থার' অভিশাপ থেকে ভারতকে মুক্ত করা আশু প্রয়োজন।

'জাতি ব্যবস্থার' মতো গোঁড়া, রক্ষণশীল ব্যবস্থাকে সমাজ থেকে উৎপাটিত করবার জন্য একাধিক কর্ম উদ্যোগ অতীতে ও নেওয়া হয়েছিল। এ বিষয়ে ভারতীয় সংবিধানের রুপকার ভীম রাও রামজি আম্বেদকরের অবদান অনস্বীকার্য। তিনি জাতপাত ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার স্বার্থে আজীবন লড়াই করে গিয়েছেন। তাই তিনি অস্পৃশ্য মানুষের 'মুক্তির অগ্রদূত' নামেই পরিচিত। বহুত্ববাদী ভারতীয় গণতন্ত্রের পবিত্রতা রক্ষার জন্য, তৎকালীন সংবিধান রচয়িতাগণ ভারতীয় সংবিধানের বিভিন্ন ধারায় 'জাতপাত' ব্যবস্থা বিলুপ্তির জন্য একাধিক পদক্ষেপ নিয়েছিল। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি ধারা নিম্নে উল্লেখিত হল –

Article, 14 - Equality before the Law and Equal Protection of the Laws .
Article, 15 - Prohibition of Discrimination on grounds of Religion, Race, Caste, Sex or Place of Birth .
Article, 16 - Equality of opportunity in matters of public Employment .
Article, 17 - Abolition of Untouchability .
Article, 46 – Promotion of educational and economic interests of Scheduled Castes, Scheduled Tribes and other weaker sections.
Article, 330 - Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the House of the People
Article, 332 - Reservation of seats for Scheduled Castes and Scheduled Tribes in the Legislative Assemblies of the States [১১]

জাতপাত কে নির্মূল করবার একাধিক উদ্যোগ থাকলেও বাস্তব হল জাতপাত দুর্বল হলেও তাঁর প্রভাব থেকে আধুনিক ভারত এখনো মুক্ত নয়। আজও 'জাতের নামে বজ্জাতির' একাধিক কর্মকাণ্ড ভারতের গরিমাকে কালিমালিপ্ত করে।

বর্তমান প্রধানমন্ত্রী যে, নয়া ভারত নির্মাণের কথা বলেছেন, সেই ভারত হবে 'জাতপাত' মুক্ত। জাতি ব্যবস্থার কালো ছায়া থেকে ভারত কে মুক্ত করতে চাইলে, একদিকে যেমন জাতপাতের বিরুদ্ধে বৈজ্ঞানিক যুক্তিবাদী চিন্তায় মানুষকে দীক্ষিত

করতে হবে, অপরদিকে তেমনি সমাজের নিচু জাতের মানুষদের অর্থনৈতিক শ্রীবৃদ্ধি ঘটিয়ে সমাজের মূলস্রোতে ফিরিয়ে আনতে হবে। তাই বর্তমান সরকার সমাজের তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি সম্প্রদায়ের কল্যাণের স্বার্থে একগুচ্ছ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। প্রধানমন্ত্রী পাঞ্জাবের লুধিয়ানায় National SC/ST Hub এর আনুষ্ঠানিক সূচনা করেছেন, ১৮ই অক্টোবর ২০১৬ সালে।[১২] এই প্রকল্পের জন্য ভারত সরকারের Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MOMSME) প্রাথমিকভাবে ২০১৬-২০২০ এই সময় কালের জন্য ৪৯০ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে। সেইসঙ্গে ২০১৭-২০১৮ আর্থিক বর্ষে তফসিলি জাতির জন্য ৫২৩৯৩ কোটি টাকা এবং তফসিলি উপজাতির জন্য ৩১৯২০ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে।[১] এছাড়া ও 'প্রধানমন্ত্রী আদর্শ গ্রাম যোজনা' এর মধ্যদিয়ে তফসিলি জাতি অধ্যুষিত গ্রামীণ এলাকার বিকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। তফসিলি জাতি ও তফসিলি উপজাতি পরিবারের শিক্ষার্থীদের শিক্ষালাভের জন্য একাধিক স্তরে স্কলারশিপের ব্যবস্থা চালু রয়েছে।

জাতপাত মুক্ত ভারত গঠনের মহান সংকল্প নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় পদক্ষেপ। শুধুমাত্র আর্থিক বিকাশের মধ্য দিয়ে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব নয়। এর জন্য মানুষের মানসিকতার পরিবর্তন করা জরুরী। এখনও ভারতবর্ষের বিভিন্ন প্রান্তে ক্ষয়িষ্ণু জাতপাত ব্যবস্থা মানুষের মনোজগতে সুপ্ত অবস্থায় বিচরণ করছে। এই জাতপাত কেন্দ্রিক সুপ্ত মানসিকতার বাহ্যিক প্রকাশ ঘটে একাধিক অনভিপ্রেত ঘটনার মধ্য দিয়ে, যেমন খাপ পঞ্চায়েত, ডাইনি অপবাদে পুড়িয়ে মারা, নিম্ন বর্ণের মানুষকে সামাজিকভাবে বয়কট করা, অসবর্ণ বিবাহকে প্রতিরোধ করা, বৈজ্ঞানিক চিকিৎসার পরিবর্তে অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসার প্রতি আস্থা রাখা, এই ঘটনাগুলি জাতপাত কেন্দ্রিক সমাজ ব্যবস্থার ঐতিহ্য ও পরম্পরা বহন করে।

'জাতপাত' সামাজিক দিক থেকে দুর্বল হলেও রাজনৈতিক ক্ষমতা দখলের প্রশ্নে, ক্ষমতা লোভী ক্ষুধার্ত রাজনীতিবিদদের নিকট এক নির্ভরযোগ্য বিশ্বস্ত অস্ত্র হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে সমর্থ হয়েছে। তথাকথিত দলিত হিতকারী আদর্শকে সামনে রেখে যে রাজনৈতিক দলগুলির আত্মপ্রকাশ ঘটেছে তাঁরা ও উচ্চবিত্ত সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক দলগুলি উভয়ই দলিত কল্যাণ অপেক্ষা নিজেদের রাজনৈতিক ভোট ব্যাংককে সমৃদ্ধ করতে অধিক আগ্রহী। বিহার ও উত্তরপ্রদেশের মতো রাজ্যগুলিতে দলিত ভোটব্যাংক ব্যতীত যে কোন নির্বাচনী সমীকরণের রণনীতি ও রণকৌশল নির্মাণ করা কার্যত অসম্ভব। নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে দলিত প্রেমের প্রতিযোগিতা শুরু হয় (দলিত গৃহে পদার্পণ করে, দলিত রমণী কর্তৃক পরিবেশিত মধ্যাহ্ন ভোজের আপ্যায়ন গ্রহণ) ও নির্বাচন সমাপ্ত হলে দলিত প্রেম অদৃশ্য হয়ে যায়। রাজনৈতিক দলগুলির মেকি দলিত প্রেমের শৈল্পিক চতুরতা পূর্ণ নাটক দ্বারা দলিতদের মধ্যে সুকৌশলে বিভাজন ঘটিয়ে ভোট রাজনীতির নির্বাচনী বৈতরণী পার হয়ে ক্ষমতার মধুভাণ্ড আস্বাদন করা যেতে পারে, কিন্তু দলিতদের আপন সহ-নাগরিক হিসাবে হৃদয়ে স্থান দিয়ে তাঁদের সার্বিক কল্যাণ করা এই পথে সম্ভব নয়। তাই জাতপাত মুক্ত ভারত নির্মাণের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে চাইলে, নিম্ন বর্ণের মানুষদের আর্থিক অগ্রগতি সহ বৈজ্ঞানিক শিক্ষার বিস্তার ও মানসিকতার পরিবর্তন করা জরুরী। যাতে নিম্ন বর্ণের মানুষদের মধ্যে এই মানসিকতা দৃঢ় হয় যে, সরকার তাঁদের প্রতি কোন দয়া দাক্ষিণ্য করছে না। একজন উঁচু জাতির মানুষের যেমন আত্ম-মর্যাদার সহিত সকল মানবিক ও রাষ্ট্রীয় সুযোগ সুবিধা ভোগ করবার অধিকার রয়েছে, ঠিক তেমনি তথাকথিত নীচু জাতির পরিবারে জন্মগ্রহণ করে, আত্মমর্যাদার সহিত বেঁচে থাকবার সমান অধিকার তাঁদের ও রয়েছে। কারণ উভয়ই ভারত রাষ্ট্রের সহ-নাগরিক, আগামী দিনের ভারত নির্মাণে উভয়ের ভূমিকা অনস্বীকার্য।

স্বচ্ছ ভারত ও নয়া ভারত:-

"Sanitation is more important than Independence …". - Mahatma Gandhi[১৩]

জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর নির্মল ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্য বর্তমান কেন্দ্রীয় সরকার গান্ধীজীর ১৪৫ তম জন্মবার্ষিকীতে (২রা অক্টোবর ২০১৪) এক ঐতিহাসিক বলিষ্ঠ সাহসী প্রকল্প আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষিত হয়েছে। এই কর্মসূচির পোশাকি নাম "স্বচ্ছ ভারত মিশন"। সেইসঙ্গে ২০১৯ সালের মধ্যে নির্মল ভারত নির্মাণের অঙ্গীকার করা হয়েছে। আগামী ২০১৯ সালে 'অহিংসার পূজারী' মহাত্মা গান্ধীর সার্ধ-শততম জন্মজয়ন্তী উদযাপিত হতে চলেছে। ইতিমধ্যে এই প্রকল্প তিন বছর অতিক্রান্ত হয়ে চতুর্থ বছরে পদার্পণ করেছে। বর্তমান সরকার দাবী করছে এই প্রকল্প এক গণ আন্দোলনের রুপ পরিগ্রহ করেছে, যেখানে শিক্ষার্থী, শিক্ষক, আইনজীবী, সাধারণ নাগরিক, থেকে শুরু করে, স্বেচ্ছামূলক সংগঠন, চলচিত্র তারকা, এমনকি কর্পোরেট জগতের মানুষজন ও এই আন্দোলনে নিজেদের সামিল করেছে। এই প্রকল্পের

মাধ্যমে মুক্ত স্থানে শৌচ কর্মের বিরুদ্ধে, মানুষকে শৌচালয় ব্যবহারে অভ্যস্ত করতে, দূষণমুক্ত, রোগমুক্ত, পরিবেশ বান্ধব ভারত নির্মাণের লক্ষ্যে এক মহান সংকল্প বাস্তবায়নের এক বৃহৎ কর্মযজ্ঞ শুরু হয়েছে।

এই প্রকল্প এতটাই জনপ্রিয়তা লাভ করেছে একে নিয়ে এক সিনেমা ও তৈরি করা হয়েছে, যার নাম **"টয়লেট এক প্রেম কথা"।** সাধারণ নাগরিকের সহিত সরকারের সমন্বয় সাধন ও মত বিনিময়ের সেতু নির্মাণ করে চলেছে, **"স্বচ্ছ সংকল্প থেকে স্বচ্ছ সিদ্ধি"** প্রকল্প। যেখানে অঙ্কন, নিবন্ধ ইত্যাদি প্রতিযোগিতা যেমন চালু হয়েছে, ঠিক তেমনি সাধারণ মানুষের মতামত ও অভিব্যক্তি বিনিময়ের দরজা উন্মুক্ত করে দেওয়া হয়েছে। এ বিষয়ে মানুষের মধ্যে জন সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে টেলিভিশনে **"দরওয়াজা বন্ধ"** নামক বিজ্ঞাপনটি ব্যাপকভাবে প্রচার করা হচ্ছে। সেইসঙ্গে SIP (Swachh Iconic Place), SAP (Swachh Action Plain) চালু করা হয়েছে।[১৪] ২০১৮ বাজেট বক্তৃতায় মাননীয় অর্থমন্ত্রী **শ্রী অরুণ জেটলি** 'স্বচ্ছ ভারত মিশন' এর সাফল্যের খতিয়ান তুলে ধরতে গিয়ে বলেছিলেন – ইতিমধ্যে ৬ কোটি টয়লেট তৈরি করা হয়েছে, এবং ২০১৮-১৯ আর্থিকবর্ষে আরও ২ কোটি টয়লেট তৈরির লক্ষ্যমাত্রা ধার্য করা হয়েছে।[১৫] ভারত সরকারের নগর উন্নয়ন মন্ত্রকের উদ্যোগে সংগঠিত Swachh Survekshan Repot -2017 প্রকাশিত হয়েছে। সেই রিপোর্টে প্রত্যক্ষ করা গেছে, ইন্দোর, ভূপাল, বিশাখাপত্তনম, সুরাট ও মাইসোরের মতো বৃহৎ সিটিগুলি যথাক্রমে প্রথম থেকে পঞ্চম স্থান লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। ইন্দোর Indias Cleanest City শিরোপা ছিনিয়ে নিয়েছে। প্রসঙ্গগত উল্লেখ্য যে, স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ২০১৪ সালে ইন্দোরের অবস্থান ছিল ১১৭, ২০১৭ সেই ইন্দোর স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় প্রথম স্থান অর্জন করেছে।[১৬] শুধুমাত্র গ্রামীণ ও নগর এলাকাকে স্বচ্ছ করার উদ্যোগ নয়, ভারতবর্ষে প্রবহমান দীর্ঘ পবিত্র গঙ্গা নদীকে দূষণমুক্ত করার জন্য "নমামি গঙ্গে" প্রকল্পের মাধ্যমে কাজ শুরু হয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের Ministry of Drinking Water and Sanitation দপ্তরের ওয়েবসাইট থেকে পাওয়া প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী জানা যাচ্ছে যে, সারা ভারতের গ্রামীণ এলাকায় (Swachh Bharat Mission (Gramin) ইতিমধ্যে ৩,৪৯,২৯৪ টি গ্রামকে খোলা স্থানে শৌচকর্ম মুক্ত গ্রাম (Open Defecation Free Villages) , ৩৭১ টি জেলাকে খোলা স্থানে শৌচকর্ম মুক্ত জেলা (Open Defecation Free Districts) হিসাবে, ১৬টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলকে খোলা স্থানে শৌচকর্ম মুক্ত রাজ্য (Open Defecation Free States) হিসাবে ঘোষণা করা হয়েছে (১৭ই এপ্রিল, ২০১৮ পর্যন্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী)। এই প্রকল্পের শুরুতে (২রা অক্টোবর, ২০১৪) অগ্রগতির শতাংশ হার ছিল ৩৮.৭০ এখন সেই শতাংশ দাঁড়িয়েছে ৮২.২৪ (১৭ই এপ্রিল, ২০১৮ পর্যন্ত পরিসংখ্যান অনুযায়ী)। এই তথ্য প্রমাণ করে স্বচ্ছতা প্রতিষ্ঠায় এই প্রকল্পের সাফল্যের চালচিত্র।[১৭]

এই মিশন কে কেন্দ্র করে জনমানসে উৎসাহ ও উদ্দীপনা লক্ষ্য করা গেলেও, প্রকল্পটিকে কেন্দ্র করে কিছু প্রশ্ন ইতিমধ্যে উথাপিত হতে শুরু করেছে। যেমন নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে লক্ষ্যে উপনীত হওয়া সম্ভব কিনা ? প্রকল্পটি রুপায়ন পদ্ধতিতে কোনপ্রকার ত্রুটি রয়েছে কিনা ? অর্থ বরাদ্দের ক্ষেত্রে সংকীর্ণ রাজনীতি হচ্ছে কিনা ? সম্প্রতি এই বিষয়গুলি বিতর্কের বা চর্চার কেন্দ্রবিন্দুতে রয়েছে। তবে একথা সঠিক যে, শুধুমাত্র বিদ্যালয়, বহুল পরিচিত জনবহুল রাজপথ, ঐতিহাসিক স্মৃতিসৌধ, শহর ও নগর এলাকা গুলিতে ঝাড়ু হাতে অভিযান চালিয়ে, গণমাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণের মধ্য দিয়ে জনমানসে জনপ্রিয়তা অর্জন করা যেতে পারে, কিন্তু যতদিন না পর্যন্ত মানুষের বন্ধ্যা মানসিকতা ও কু-অভ্যাস পরিত্যাগ করে, সঠিক বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত করা যাচ্ছে এবং যতদিন না পর্যন্ত, প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকার অলি-গলিতে 'স্বচ্ছ ভারত মিশনের' কর্মসূচিকে পৌঁছে দেওয়া ও তাঁর বাস্তবায়ন ঘটানো সম্ভব না হচ্ছে, ততদিন পর্যন্ত স্বচ্ছ ভারতের স্বপ্ন অধরা থেকে যাবে। এই কর্মসূচী কে বাস্তবায়নের জন্য রাজনীতির উর্ধ্বে ওঠে সকল নাগরিককে আন্তরিক কর্মপ্রয়াস চালাতে হবে, তবেই প্রকল্পের সফল রুপায়ন সম্ভব হবে। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী **নরেন্দ্র মোদি** তাঁর বক্তৃতায় বলেছেন–

"The dream of *swacchata* cannot be achieved even if 100 Mahatma Gandhis or 1,000 Narendra Modis or even all the CMs and governments come together, but if 125 crore Indians come together that dream can be easily fulfilled." -Narendra Modi[১৮]

সন্ত্রাস ও নয়া ভারত :- স্বাধীন রাষ্ট্র হিসাবে ভারত বিশ্বে আত্মপ্রকাশের সময় থেকে আজও পর্যন্ত নিরবিচ্ছিন্ন ভাবে অশুভ সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে লড়াই করে চলেছে। সন্ত্রাসের হিংস্র, কুৎসিত, নগ্ন দন্ত কর্তৃক বিভিন্ন সময়ে ভারত আক্রান্ত, রক্তাক্ত ও

ক্ষতবিক্ষত হলেও ভারতের 'সম্প্রীতি' ও 'অগ্রগতির' স্পন্দন কে সন্ত্রাস কখনো পরাভূত করতে সমর্থ হয়নি। 'সন্ত্রাস' কখনো কখনো ভারতের অগ্রগতির পথে সাময়িক ছন্দপতন ঘটিয়েছে কিন্তু অদম্য প্রাণশক্তিতে ভরপুর বহুত্ববাদী ভারত খুব দ্রুত সন্ত্রাসের ভয়ার্ত হিমশীতল পরিবেশ কে উপেক্ষা করে আপন ছন্দে ফিরে আসতে সক্ষম হয়েছে। এই অফুরন্ত প্রাণশক্তির জন্য আমাদের সকলের প্রিয় ভারতভূমির অগ্রগতির বিজয় কেতন আজও উড্ডীন। এতদস্বত্বেও ইহা অনস্বীকার্য যে, সন্ত্রাসের হিংস্র থাবার নিকট ভারতকে অনেক মূল্য দিতে হয়েছে। এই সন্ত্রাস কেঁড়ে নিয়েছে আমাদের মহান দেশপ্রেমিক বীর যোদ্ধাদের ও নিরীহ সহ নাগরিকদের মূল্যবান প্রাণ। তাই বর্তমান প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি যে 'নয়া ভারত' নির্মাণের সংকল্প গ্রহণ করেছেন, তাঁর অন্যতম দিক হল 'সন্ত্রাসমুক্ত ভারত নির্মাণ'।

সাম্প্রতিক ভারত অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক দুই ধরণের সন্ত্রাসের শিকার। একদিকে যেমন পাক মদতপুষ্ট জঙ্গি সংগঠন গুলি (লস্কর-ই-তৈয়বা, হিজবুল-মুজাহিদিন, জইশ-ই-মহম্মদ) জম্মু কাশ্মীর কে দখল ও করায়ত্ত করবার জন্য, সীমান্তে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ডের মধ্যদিয়ে নিরলস প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। কখনো কখনো ভারতের অভ্যন্তরীণ জনজীবনকে বিপন্ন করবার জন্য ভারতের গুরুত্বপূর্ণ স্থানগুলিতে (সংসদ ভবন আক্রমণ-২০০১, মুম্বাই আক্রমণ ২৬/১১, প্রভৃতি) হামলাও চালিয়েছে। অপরদিকে ভারতের অভ্যন্তরে কিছু জনগোষ্ঠী তাঁদের অতৃপ্ত চাহিদাকে পূরণ করবার জন্য অস্ত্র হাতে নিয়ে তাঁরা তাঁদের ইচ্ছাপূরণ করতে চাইছে। একসময় নকশালবাদ ও মাওবাদের হিংসাত্মক তাণ্ডবে ভারতের বিভিন্ন এলাকা হিংসার স্বর্গরাজ্যে পরিণত হয়েছিল। পরবর্তীকালে নকশাল বাদের দমন হলেও মাওবাদ ভারতের বিভিন্নপ্রান্তে আজও বিক্ষিপ্তভাবে হিংসাত্মক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাচ্ছে। হিংসাত্মক ও বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের উর্বর ভূমি উত্তর পূর্ব (North East) ভারত। বিষমগোত্রীয় মিশ্র সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ উত্তর পূর্ব (North East) ভারত। যেখানে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম, সংস্কৃতি ও জাতিগোষ্ঠীর পারস্পারিক সহাবস্থান ঘটেছে। ভৌগোলিক অবস্থানগত বিচারে উত্তর পূর্ব (North East) ভারত অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল। কারণ উত্তর পূর্ব (North East) ভারতের নিকটে একাধিক রাষ্ট্রের আন্তর্জাতিক সীমারেখা অবস্থিত (মায়ানামার, বাংলাদেশ, ভুটান, চীন)। তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা হল এই যে, সংবেদনশীল উত্তেজনা প্রবণ উত্তর পূর্ব (North East) ভারতের মাটি থেকেই একাধিক বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দোলনের জন্ম হয়েছিল। তাঁরা তাঁদের দাবী পুরনের জন্য ভিন্ন ভিন্ন নামে একাধিক সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের (U.L.F.A, N.D.F.B, N.S.C.N, K.L.O) জন্ম দিয়ে হিংসাত্মক পদ্ধতিতে আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছে। এই সমস্ত সংগঠনগুলির হিংসাত্মক কার্যকলাপ ভারতের অভ্যন্তরীণ শৃঙ্খলা ও বাহ্যিক নিরাপত্তা কে উদ্বেগ ও অনিশ্চয়তার দোলাচলে রেখেছে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের ওপর Global Terrorism Index -2017 যে রিপোর্ট প্রকাশ করেছে, সেই প্রাপ্ত রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে, ভারতের অবস্থান সন্তোষজনক নয়। ভারতের স্থান অষ্টম, সেখানে পাকিস্তানের স্থান পঞ্চম।[১৯] ভারতবর্ষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশকে ত্বরান্বিত করতে চাইলে সন্ত্রাসমুক্ত নির্মল, স্নিগ্ধ, শান্ত, সৌহার্দ্যপূর্ণ, উন্নয়নমুখী পরিবেশ জরুরী। এরজন্য সন্ত্রাসমুক্ত ভারত নির্মাণ আশু প্রয়োজন।

বর্তমান সরকার 'সন্ত্রাসমুক্ত ভারত নির্মাণের' স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্য একাধিক কর্ম উদ্যোগ শুরু করেছে। সন্ত্রাসের প্রতি 'জিরো টলারেন্সের' নীতি গৃহীত হয়েছে। ভারতীয় জনগণকে সন্ত্রাসমুক্ত ভারতের স্বপ্নে ভাবিত করবার সুচারু কর্মপ্রয়াস অব্যাহত রয়েছে। ভারত-পাক সীমান্তে জঙ্গি মোকাবিলায় সাফল্যের সহিত Surgical Strike সুসম্পন্ন করা সম্ভবপর হয়েছে। সন্ত্রাসবাদের অন্যতম আঁতুড় ঘর পাকিস্তান। পাকিস্তান সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে ভারত বিরোধী সন্ত্রাসবাদী ক্রিয়াকলাপ সংগঠিত করা হচ্ছে। পাকিস্তানের বাহ্যিক শান্তিপ্রিয় মুখোসের অন্তরালে সন্ত্রাসের কুৎসিত নগ্ন রুপকে বিশ্ব দরবারে উন্মোচিত করবার মধ্য দিয়ে, পাকিস্তানকে আন্তর্জাতিক দুনিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন করবার রণনীতি ও রণকৌশল নির্মাণ ও তাঁর সার্থক রুপায়নের প্রয়াস চলছে। ইতিমধ্যে সেই প্রয়াস যে ফলপ্রসূ হতে শুরু করেছে তাঁর সাম্প্রতিক উদাহরণ হিসাবে আমরা বলতে পারি, মার্কিন কংগ্রেসে পেশ করা বার্ষিক প্রতিবেদন 'কান্ট্রি রিপোর্ট অন টেররিজম' যেখানে মার্কিন বিদেশমন্ত্রক জানিয়েছে পাকিস্তান এখন 'সন্ত্রাসবাদীদের নিরাপদ স্বর্গরাজ্য'।[২০] ২০১৭ সালে চিনে অনুষ্ঠিত ব্রিকস সম্মেলনে কিছু সন্ত্রাসবাদী সংগঠনের কার্যকলাপের বিরুদ্ধে নিন্দা প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল, সেই জঙ্গি সংগঠনের তালিকায় পাকিস্তানের মাটিতে বিস্তারলাভ করা ভারত বিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত লস্কর-ই-তৈয়বা, জইশ-ই-মহম্মদ এর নাম রয়েছে।[২১] সম্প্রতি পাক-মার্কিন সম্পর্কের ফাটল যা ভারতের কূটনৈতিক সাফল্যের নজির বহন করে। সেইসঙ্গে প্রতিবেশী রাষ্ট্রের সহিত সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্কের বন্ধনকে নিবিড় ও সুদৃঢ় করবার জন্য, 'Neighbourhood Diplomacy' এবং 'Neighbourhood First Policy' নীতি গ্রহণ করা হয়েছে। কিছুদিন আগে দেশের অভ্যন্তরীণ মাওবাদী কার্যকলাপ দমনে মাওবাদী অধ্যুষিত রাজ্যগুলিতে (ছত্তিসগড়, মহারাষ্ট্র, ঝাড়খণ্ড) Combing and anti-insurgency operations against the Maoist

মাধ্যমে মাওবাদ দমনে সরকার পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিল।[২২] সামরিক ও পুলিশ বিভাগের আধুনিকীকরণের বিষয়ে সরকার গুরুত্ব আরোপ করেছে। সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের অন্যতম জীবনীশক্তি কালো টাকা। সরকার সন্ত্রাসবাদীদের কালো টাকার যোগান বন্ধ করবার জন্য 'নোট-বন্দি' সহ একাধিক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ করে চলেছে। ভারতবর্ষের অন্যতম চিন্তাকেন্দ্র 'নীতি আয়োগ' এর 'New India @ 2022' ডকুমেন্টে প্রকাশিত রিপোর্ট অনুযায়ী উত্তর পূর্ব ভারতে সন্ত্রাসবাদী হিংসা ও নাগরিক মৃত্যু হ্রাস পেয়েছে। এমনকি চরম বামপ্রন্থিদের হাতে নাগরিক মৃত্যুর হার উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। পরিসংখ্যানে তা প্রতিফলিত হয়েছে। সন্ত্রাসবাদী আক্রমণে উত্তর পূর্ব (North East)ভারতে ২০১৪ সালে যেখানে মৃত্যুর সংখ্যা ছিল ৪৬৫, সেখানে ২০১৬ তে তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে মৃত্যুর সংখ্যা কমে দাঁড়িয়েছে ৫৬। অপরদিকে চরম বামপ্রন্থার (Left Wing Extremism) হাতে নাগরিক মৃত্যুর (Civilian Fatalities) সংখ্যা উল্লেখযোগ্য ভাবে কমেছে। ২০১০ সংখ্যাটি ছিল ৬২৬ সেখানে ২০১৭ সেই সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৭৭।[১]

সাম্প্রদায়িকতা ও নয়া ভারত: বহুধর্মের মিলনতীর্থ এই ভারতভূমি। সহিষ্ণুতা ও সম্প্রীতির বুনিয়াদের ওপর দাঁড়িয়ে আছে, ভারতের ধর্মনিরপেক্ষতার ইমারত। ভারতীয় ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের মূল রসায়ন নির্মাণ হয়েছিল, জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীর 'সর্বধর্ম সমভাব' এই দর্শনকে সামনে রেখে। এ প্রসঙ্গে **গান্ধীজীর** একটি উক্তি উল্লেখ করতে পারি -

"I came to the conclusion long ago . . . that all religions were true and also that all had some error in them, and whilst I hold by my own, I should hold others as dear as Hinduism. So we can only pray, if we are Hindus, not that a Christian should become a Hindu … But our innermost prayer should be a Hindu should be a better Hindu, a Muslim a better Muslim, a Christian a better Christian." (Young India: January 19, 1928)[২৩]

যদিও ভারতের মূল সংবিধানে 'ধর্মনিরপেক্ষ' বিষয়টি উল্লেখিত ছিল না। পরবর্তীকালে ১৯৭৬ সালে ৪২তম সংবিধান সংশোধনের মধ্যদিয়ে ভারতীয় সংবিধানের প্রস্তাবনায় ধর্মনিরপেক্ষ শব্দটি যুক্ত করা হয়েছিল। 'ধর্মনিরপেক্ষতার' সুমহান ঐতিহ্য একদিকে যেমন বহুত্ববাদী ভারতীয় গণতন্ত্রের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করেছে, অপরদিকে তেমনি সারা বিশ্বে ভারত প্রশংসিত হয়ে আসছে। তাই একথা বলা যেতে পারে যে, ভারতীয় গণতন্ত্র ও সংস্কৃতির সহিত ধর্মনিরপেক্ষতা সম্পৃক্ত হয়ে পড়েছে।
ভারতের 'ধর্মনিরপেক্ষ' চরিত্র কে বিপ্রতীপভাবে পর্যালোচনা করলে, ইহা স্পষ্ট হবে যে, সুদূর অতীত থেকে আজ পর্যন্ত ঘটে যাওয়া কিছু ঘটনা পরম্পরা (দেশভাগ, বাবরি মসজিদ ধ্বংস, শিখ বিরোধী দাঙ্গা, কাশ্মীরে হিন্দু পণ্ডিতদের ওপর আক্রমণ, শাহাবানু মামলার রায়কে বাস্তবায়িত করবার ক্ষেত্রে রাজীব গান্ধী সরকারের বিপ্রতীপ অবস্থান, গুজরাট দাঙ্গা ও সাম্প্রতিককালে দাদরির ঘটনা) ভারতের ধর্মনিরপেক্ষ চরিত্রকে বারে বারে বিতর্কের কেন্দ্রবিন্দুতে নিয়ে এসেছে। আর এসব কিছুর নেপথ্যে রয়েছে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জটিল পাটিগণিতের হিসেব নিকেশ। সাম্প্রদায়িকতা কি ? এ সম্পর্কে সম্যক ধারণা লাভ করা যায় **বিপান চন্দ্রের** অভিমত থেকে -

"The concept of communalism is based on the belief that religious distinction is the most important and fundamental distinction and the distinction overrides all other distinctions. Since Hindus, Muslims and Sikhs are different religious entities , their social economic , cultural and political interests are also dissimilar and divergent. As such the loss of one religious group is the gain of another group and vice-versa . If a particular community seeks to better its social and economic interests, it is doing at the expense of the other." [২৪]

ভারতবর্ষের মাটিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতি যতই বিস্তারলাভ করেছে, ততই ধর্মনিরপেক্ষ দর্শনের পবিত্রতা কালিমালিপ্ত হয়েছে। রাজনীতির অলিন্দে যখন ধর্ম প্রবেশ করে এবং সেই ধর্মকে যখন নির্বাচনী রাজনীতির বৃহত্তর ভোট ময়দানে ক্ষমতা দখলের অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন বিশ্বের বৃহত্তম গণতন্ত্রের পীঠস্থান ভারততীর্থের গণতান্ত্রিক পরিবেশ বিষাক্ত হয়ে ওঠে। ধর্মীয় মৌলবাদীদের দাপাদাপিতে হিংসা, ঘৃণা, বিদ্বেষ, ভীতি ও আতঙ্কের ভয়ার্ত হিমশীতল পরিবেশ তৈরি হয়। যা ভারতীয় গণতন্ত্রের অন্দরমহলে নির্মল, স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ ও মুক্ত বায়ুর অবাধ বিচরণের বাতায়নকে অবরুদ্ধ করে।

সম্প্রতি মোদি সরকার তাঁর 'নয়া ভারতের' স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার ক্ষেত্রে 'সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত' ভারত নির্মাণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। এই কর্মসূচিকে বাস্তবায়িত করবার জন্য সরকার সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের সার্বিক অগ্রগতির ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছে। অর্থনৈতিক কারণে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীরা যাতে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত না হয়। সেইসঙ্গে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের শিক্ষার্থীদের শিক্ষা ক্ষেত্রে ক্ষমতায়ন ঘটনার জন্য সরকারের একাধিক উদ্যোগ জারি রয়েছে যেমন - Pre-Matric Scholarship, Post-Matric Scholarship, Maulana Azad National Fellowship (MANF), 'Naya Savera' (Free Coaching and Allied scheme), 'Nai Udaan' (Support for students clearing Prelims conducted by UPSC, SSC, State Public Service Commissions, etc., for preparation of Mains Examination), 'Padho Pardesh' Interest subsidy on educational loans for overseas studies ।

সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের 'অর্থনৈতিক ক্ষমতায়নের' জন্য রয়েছে কতগুলি প্রকল্প যেমন - 'Seekho Aur Kamao' (Learn & Earn), 'Nai Manzil' - A scheme to provide education and skill training to the youth from minority communities. Upgrading Skill and Training in Traditional Arts/Crafts for Development (USTTAD), 'Nai Manzil'(A scheme to provide education and skill training to the youth from minority communities.), Concessional loans to minorities through National Minorities Development & Finance Corporation (NMDFC) সংখ্যালঘু মহিলাদের ক্ষমতায়নের জন্য 'Nai Roshni' (Scheme for Leadership Development of minority women).[২৫]

এভাবেই সরকার সংখ্যালঘুদের সার্বিক অগ্রগতির মধ্যদিয়ে তাঁদের মনজগত থেকে বঞ্চনাবোধ জনিত মানসিক অনুভূতি কে দূরীভূত করতে চাইছে। যা অখণ্ড ভারতের স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে।

বর্তমানে যে দলের নেতৃত্বাধীন সরকার কেন্দ্রে ক্ষমতায় রয়েছে, সেই দলের বিরুদ্ধে বিরোধী দলগুলির প্রধান অভিযোগ এই যে, এই দল ভারতবর্ষের 'ধর্মনিরপেক্ষ' আদর্শের পক্ষে বিপদজনক। এই দল প্রকাশ্যে 'বিকাশ' ও 'সুশাসনের' স্লোগানে নির্বাচনী প্রচারসভা মুখরিত করলেও বাস্তবে কিন্তু মেরুকরণের রাজনীতিতে বিশ্বাসী। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে গৈরিক বিজয় কেতন উড্ডীন রাখতে এই দল সংকল্পবদ্ধ। তাই এই সরকারের আমলে সংখ্যালঘু সম্প্রদায় নিরাপদ নয়। এ প্রসঙ্গে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী **Sadhvi Niranjan Jyoti** এর একটি অভিমত উল্লেখ করতে পারি -

Union Minister of State Sadhvi Niranjan Jyoti said to the voters that they must choose between 'Ramzadon' (those born of Ram) and 'haramzadon' (illegitimately born).[২৬]

সম্প্রতি গো-রক্ষার নামে তাণ্ডব, ঘর ওয়াপসি**, (Ghar Wapsi)** দলিত ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের ওপর আক্রমণ, ভারতীয় ইতিহাসকে নতুনভাবে ব্যাখ্যার প্রচেষ্টা কিংবা চলচিত্র জগতের স্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ সংক্রান্ত বিতর্ক, এই সমস্ত প্রকার উদ্যোগ ভারতীয় রাজনীতির অস্থির উদ্বেগজনক ও অসহিষ্ণু পরিবেশকে লালন পালন করছে। যা ভারতীয় সংস্কৃতির পরিপ্রস্থি। তবে একথা সত্য যে, রাজনীতির ময়দানে ধর্মকে ব্যবহার করলে, তা সাময়িক কোন রাজনৈতিক দলকে সুবিধা দিতে পারে, কিন্তু বৃহত্তর সমাজ সংস্কৃতির ক্ষেত্রে তা ভয়াবহ বিপদ ডেকে আনে। তাই ধর্মের নামে সংখ্যাগুরুর জয়ধ্বনি যেমন বিপদজনক ঠিক তেমনি একইভাবে ধর্মের নামে সংখ্যালঘু তোষণ ও সমান বিপদজনক। সুস্থ সুন্দর রাজনৈতিক সংস্কৃতি গড়ে তুলতে চাইলে, রাজনীতির আঙিনা থেকে ধর্মকে পৃথক করা জরুরী।

দারিদ্রতা ও নয়া ভারত: ভারতের সংবিধানে চতুর্থ অধ্যায়ে 'নির্দেশমূলক নীতিতে' অর্থনৈতিক ও সামাজিক ন্যায় প্রতিষ্ঠার কথা বলা হলেও তাঁর বাস্তবায়ন আজও সম্ভবপর হয়নি। ভারতবর্ষে অর্থনৈতিক বৈষম্য আজও বিদ্যমান। 'দারিদ্রতা' ভারতবর্ষের জ্বলন্ত সমস্যা হিসাবে আজও সজীব। স্বাধীন উত্তর ভারতবর্ষে একাধিক সরকার দারিদ্র নিবারণে বহুমুখী কর্মসূচী গ্রহণ করেছিল। কিন্তু ভারতবর্ষের মাটি থেকে দারিদ্রতা কে সমূলে উৎপাটিত করা সম্ভবপর হয়নি। পরিবর্তে রাজনীতির ময়দানে দারিদ্রতার ইস্যুকে ব্যবহার করা হয়েছে। দারিদ্রতার প্রকৃত সংজ্ঞা কি ? দারিদ্রতা নির্ধারণের মাপকাঠি কি হবে ? ঠিক কি পরিমাণ অর্থ উপার্জন করলে একজন ব্যক্তি দারিদ্রসীমার উপরে বলে বিবেচিত হবে ? গ্রামীণ ভারত ও শহুরে ভারতের দারিদ্রতার সূচক অভিন্ন না ভিন্ন ভিন্ন হবে ? এনিয়ে রাজনৈতিক বিতর্কের স্থায়ী সমাধান আজও হয়নি। **Suresh**

Tendulkar Panel একসময় অভিমত প্রকাশ করেছিল, যারা দৈনিক গ্রামীণ এলাকায় ২৭ টাকার ঊর্ধ্বে ও শহুরে এলাকায় ৩৩ টাকার ঊর্ধ্বে আয় করে তাঁরা দারিদ্রসীমার ঊর্ধ্বে বলে বিবেচিত হবে। অপরদিকে **Rangarajan panel** এর সুপারিশ অনুযায়ী দৈনিক গ্রামীণ এলাকায় ৩২ টাকা এবং শহুরে এলাকায় ৪৭ টাকার নীচে যারা আয় করে তাঁরা দারিদ্রসীমার নীচে বসবাসকারী মানুষ হিসাবে বিবেচিত হবে।[২৭] **World Hunger Index - 2017** রিপোর্টে একবিংশ শতাব্দীর আধুনিক ভারতে দারিদ্রের হতশ্রী চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। জনপ্রিয় পত্রিকা **'The Hindu'** এর প্রকাশিত প্রতিবেদনে এবিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে। পত্রিকাটির প্রতিবেদনে বলা হয়েছে –

"India has a "serious" hunger problem and ranks 100th out of 119 countries on the global hunger index – behind North Korea, Bangladesh and Iraq but ahead of Pakistan, according to a report." (The Hindu, October 12, 2017) [২৮]

বর্তমান সরকার তাঁর 'নয়া ভারতের' স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করবার জন্য 'দারিদ্রমুক্ত ভারত' নির্মাণের অঙ্গীকার গ্রহণ করেছেন। তাঁর জন্য সরকার বিভিন্ন পদক্ষেপ ও গ্রহণ করেছেন। তাঁর মধ্যে অন্যতম হল উপভোক্তার কাছে সরাসরি সরকারী সুবিধা পৌঁছে দেওয়ার বন্দোবস্ত করা। যার পোশাকি নাম Direct Benefit System (D.B.T) এ বিষয়ে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী **M J Akbar** একটি অভিমত উল্লেখ করা যেতে পারে। -

"The prime minister believes that poverty should be rooted out and the problem should not be tackled slowly. The central government has been providing direct benefits to the poor by removing all the middlemen and other channels," [২৯]

২০১১ জনগণনার পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় ভারতের ৭০ শতাংশ মানুষ গ্রামীণ এলাকায় বসবাস করেন।[৩০] গ্রামীণ ভারত মূলত কৃষির ওপর নির্ভরশীল। গ্রামীণ এলাকায় বসবাসকারী মানুষের অর্থনৈতিক স্বাচ্ছন্দ্য ব্যতীত দারিদ্র নিবারণ কর্মসূচী সফল করা সম্ভব নয়। তাই বর্তমান সরকার ২০২২ সালের মধ্যে কৃষকদের আয় বর্তমানের তুলনায় দ্বিগুণ বৃদ্ধির কর্মসূচী হাতে নিয়েছেন। কেন্দ্রীয় কৃষি ও কৃষক কল্যাণ মন্ত্রক পরিকল্পিতভাবে এই লক্ষ্যে উপনীত হওয়ার প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এরজন্য একাধিক কর্ম উদ্যোগ শুরু হয়েছে, যেমন আধুনিক বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কৃষিকাজ, কৃষিক্ষেত্রে নিত্য নতুন গবেষণা, মাটি পরীক্ষা, মৃত্তিকা স্বাস্থ্য কার্ড কর্মসূচী, সেচ ব্যবস্থার আধুনিকীকরণ (কৃষি সিঁচাই যোজনা), 'প্রধানমন্ত্রী ফসল বীমা যোজনা', কৃষকদের উৎপাদিত কৃষি পণ্য বিক্রয়ের জন্য অনলাইন কৃষি বাজার (e-NAM) প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি। সেইসঙ্গে MGNREGA প্রকল্পের সার্থক রুপায়নের মধ্য দিয়ে মানুষকে কর্মসংস্থানের নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়েছে। ২০১৬-২০১৭ আর্থিক বর্ষে ৭৬৭১২ কোটি ব্যক্তিকে, ৫১২৪২ কোটি পরিবারকে কর্মসংস্থান প্রদান করা সম্ভব হয়েছে।[৩১] 'প্রধানমন্ত্রী কৌশল বিকাশ যোজনায়' প্রশিক্ষণের মধ্যদিয়ে যুব সমাজকে আর্থিক স্বাবলম্বী করবার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। 'প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনার' মধ্যদিয়ে ২০২২ সালের মধ্যে 'Housing for all' কর্মসূচী রুপায়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। 'দীন দওয়াল উপাধ্যায় গ্রাম জ্যোতি যোজনার' মধ্য দিয়ে সমস্ত গ্রামীণ এলাকা বৈদ্যুতিক ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করবার কর্মসূচী বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। গ্রামীণ রমণীরা যাতে দূষণমুক্ত অনুকূল পরিবেশে রন্ধন ক্রিয়া সুসম্পন্ন করতে পারে তাঁর জন্য 'প্রধানমন্ত্রী উজ্জ্বলা যোজনা' চালু হয়েছে। এছাড়া 'বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও' প্রকল্পের মধ্যদিয়ে নারী শিক্ষার প্রসারে সরকারী উদ্যোগ অব্যাহত রয়েছে। এভাবেই সরকার গ্রামীণ এলাকার সার্বিক অগ্রগতির মধ্যদিয়ে আগামী দিনের 'নয়া ভারতের' সংকল্পকে বাস্তবায়িত করবার সামগ্রিক পদক্ষেপ শুরু করেছে।

উপসংহার : বর্তমান সরকার 'নব্য ভারত' বা 'নয়া ভারত' নির্মাণের যে মহৎ সংকল্প গ্রহণ করেছেন, তা নিঃসন্দেহে অভিনন্দন যোগ্য। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, 'নব্য ভারত' নির্মাণের চিন্তার ভিত্তিভূমি সাম্প্রতিক ভারত, তথা অতীত ভারত। সাম্প্রতিক কালে সরকারের পরস্পর বিপ্রতীপ ও স্ববিরোধমূলক দ্বৈত কর্মসূচি 'নব্য ভারত' নির্মাণের পথে প্রধান অন্তরায়। যেমন –

১) একদিকে দারিদ্র নিবারণ কর্মসূচি গ্রহণ ও অপরদিকে সম্পদের কেন্দ্রিকরণ, (Oxfarm এর ২০১৮ এর রিপোর্ট অনুযায়ী ৭৩% সম্পদ এক শতাংশ ধনী ব্যক্তির হাতে কুক্ষিগত রয়েছে।[৩২]) এই আর্থিক বৈষম্য দারিদ্র নিবারণের পথে প্রধান অন্তরায়।
২) 'সাম্প্রদায়িকতা মুক্ত ভারত' নির্মাণের কর্মসূচি, বিপরীত দিকে হিন্দুত্ববাদী দর্শনকে প্রতিষ্ঠা করবার প্রয়াস।

৩) 'জাতপাত মুক্ত ভারত' নির্মাণের স্বপ্ন, সেইসঙ্গে দলিতদের ওপর আক্রমণ চিন্তার জগতে দ্বৈত অবস্থান স্পষ্ট করে।
৪) দুর্নীতির প্রতি 'জিরো টলারেন্স নীতি' গ্রহণ আবার দুর্নীতিতে যুক্ত ব্যক্তিদের নিরাপদে স্বদেশ ত্যাগ, এক্ষেত্রে সরকারের উদাসীনতা, এর ফলে সরকারের প্রকৃত অভিপ্রায় প্রশ্ন চিহ্নের মুখোমুখি হতে বাধ্য।
৫) 'কৃষিক্ষেত্রে দ্বিগুণ আয় বৃদ্ধির কর্মসূচি' অপরদিকে কৃষকদের আত্মহত্যার ঘটনা (কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সুপ্রিম কোর্টে দাখিল হওয়া তথ্য অনুযায়ী ২০১৩ সাল থেকে প্রতি বছর ১২০০০ এর উপর কৃষক আত্মহত্যা করছে।[৩৩]) সরকারী নীতির দৈন্যতা কে উন্মোচিত করে।

'নয়া ভারত' এর স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করতে হলে, দলমত নির্বিশেষে সকল ভারতীয় নাগরিককে স্বদেশ প্রেমের দর্শনে দীক্ষিত হয়ে, এই মহান কর্মযজ্ঞে সামিল হতে হবে। এর জন্য কেন্দ্র ও প্রদেশের সরকারগুলিকে সকল প্রকার সংকীর্ণ ভোট-রাজনীতির আম্র-পলিটিক্সের উর্ধ্বে উঠে জাতীয় স্বার্থের লক্ষ্যকে সামনে রেখে, ইতিবাচক সাহসী পদক্ষেপ গ্রহণ ও তাঁর যথাযথ বাস্তবায়ন জরুরী। যদিও বৈচিত্র্যময়, বহুত্ববাদী, বহুদলীয় ভারতীয় রাজনৈতিক ব্যবস্থার মধ্যে দাঁড়িয়ে, ক্ষমতা রাজনীতির অমৃত ভাণ্ড লুণ্ঠনের মোহময় পথকে পরিত্যাগ করে জাতীয় স্বার্থের প্রশ্নে সকল দলকে নিয়ে ঐক্যবদ্ধ ভাবে কাজ করা কতখানি সম্ভব সেই প্রশ্ন থেকেই যায়। তবে আমরা এবিষয়ে আশাবাদী যে, আগামী দিনে ভারত তাঁর যাত্রাপথের সমস্ত প্রতিবন্ধকতা গুলিকে অতিক্রম করে, সহযোগিতামূলক ও প্রতিযোগিতামূলক (বন্ধুত্বপূর্ণ পরিবেশে বিকাশের ইতিবাচক প্রতিযোগিতা) যুক্তরাষ্ট্রের দর্শনকে পাথেয় করে, সাম্প্রতিক ভারত তাঁর 'নয়া ভারতের' স্বপ্নকে স্পর্শ ও তাঁর বাস্তবায়ন করতে পারবে। এ প্রসঙ্গে 'যুবনায়ক' বীর সন্ন্যাসী **বিবেকানন্দের** একটি উদ্ধৃতি উল্লেখ করতে পারি –

"To make a great future India, the whole secret lies in organization, accumulation of power, co-ordination of wills."- Swami Vivekananda.[৩৪]

তথ্যসূত্র:

১. Sen, Atul, Prasad, Wikipedia
https://en.wikipedia.org/wiki/Atul_Prasad_Sen

২. *Kumar, Rajiv, Vice Chairman, NITI AAYOG,* 'NEW INDIA @2022' Conference of Governors, October 12, 2017.

৩. https://blog.mygov.in/editorial/new-india-sankalp-se-siddhi/

৪. Yellosa, Jetling, 'Role of Supreme Court in curbing Corruption in India' P: ISSN No. 0976-8602 E: ISSN No. 2349-9443 RNI No. UPENG/2012/42622 VOL.-III, ISSUE-III, JULY-2014 Asian Resonance.

৫. https://www.brainyquote.com/quotes/karl_kraus_152098

৬. Sharma, Pankaj, 'Is Corruption in our DNA?', http://zeenews.india.com/exclusive/is-corruption-in-our-dna_3301.html

৭. Kaur, Sapanjeet, Kamalkant, 'E-GOVERNANCE - IMPACT ON CORRUPTION', International Journal of Computing & Business Research, ISSN (Online): 2229-6166.

৮. 'Modi means "making of developed India": Naidu' , The Hindu, October 24, 2016.

৯. 'India ranks 81st in global corruption perception index' , The Times of India , February 22, 2018.

১০. Jha, Enakshi, 'ELECTION FUNDING IN INDIA – FORMING PATHWAYS INTO THE WORLD OF CORRUPTION'
১১. https://indiankanoon.org/doc/688355/
১২. 'PM Modi to launch SC/ST hub in Ludhiana' The Indian Express, October 16, 2016.
১৩. 'Swachh Bharat Abhiyan' drive associated with economic strength: Mahatma Gandhi's granddaughter' Financial Express, December 15, 2015.

১৪. আইয়ার, পরমেশ্বরণ, 'স্বচ্ছ ভারত লক্ষ্যপূরণ সুনিশ্চিত' নয়া ভারত, যোজনা, অক্টোবর, ২০১৭.
১৫. Dutta, Saptarshi, 'Union Budget 2018: From Toilet Construction To Ganga Clean Up, 10 Things On Swachh Bharat In Finance Minister Jaitley's Budget Speech' February 01, 2018 , swachhindia.ndtv.com/union-budget-2018-from-toilet-construction-to-ganga-clean-up-10-things-on-swachh-bharat
১৬. Swachh Survekshan Repot (2017). Minister of Urban Development Government of India
১৭. http://swachhbharatmission.gov.in/sbmcms/index.htm
১৮. 'Swachh Bharat Abhiyan completes three years: Top 10 quotes from PM Narendra Modi's speech' , The Indian Express, October 2, 2017.
১৯. *'Global Terrorism Index 2017, top 50 countries'*
https://www.statista.com/statistics/271514/global-terrorism-index/
২০. 'পাকিস্তানকে সন্ত্রাসবাদীদের 'নিরাপদ স্বর্গরাজ্য' ঘোষণা করল আমেরিকা' , আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৯ জুলাই, ২০১৭.
২১. দত্ত, সমৃদ্ধ. 'পাকিস্তানের নাম করে সন্ত্রাসবিরোধী প্রস্তাব পাশ ব্রিকসে, সায় দিল চীনও', বর্তমান পত্রিকা, ৫ই সেপ্টেম্বর, ২০১৭.
২২. Sandhu, Kamaljit, Kaur, 'Security forces launch operations in affected states to counter red soldiers in 'Maoist Week'' India Today , December 7, 2017.
২৩. 'Gandhi on God and Religion: 10 Quotes', https://www.thoughtco.com/gandhi-quotes-on-god-and-religion-1770398
২৪. Roy, Shefali, 'SOCIETY AND POLITICS IN INDIA UNDERSTANDING POLITICAL SOCIOLOGY' p. 212.
২৫. DETAILS OF SCHEMES / PROGRAMMES / INITIATIVES UNDERTAKEN BY MINISTRY OF MINORITY AFFAIRS FOR WELFARE OF MINORITIES
২৬. 'Ramzada vs haramzada: Outrage over Union Minister Sadhvi's remark', The Indian Express, December 02, 2014
২৭. Singh, Mahendra, Kumar, 'New poverty line: Rs 32 in villages, Rs 47 in cities' The Times of India, Jul 7, 2014.
২৮. 'India 100th on global hunger index, trails North korea, Bangladesh' , The Hindu, October 12, 2017.
২৯. 'PM Modi taking steps for quick eradication of poverty: Union Minister MJ Akbar', The Indian Express, April 30, 2017.
৩০. '70% Indians live in rural areas: Census', Business Standard, January 20, 2013.
৩১. www.nrega.nic.in

৩২. 'Richest 1 percent bagged 73 percent of wealth created last year - poorest half of India got 1 percent, says Oxfam India' , Jan 22, 2018.
https://www.oxfamindia.org
৩৩. Mahapatra , Dhananjay , 'Over 12,000 farmer suicides per year, Centre tells Supreme Court', The Times of India, May 3, 2017.
৩৪. Vivekananda, Swami, 'Lectures Vol. 3' p.110.